দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 MAR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

02

শিক্ষাঙ্গন

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি প্রসঙ্গে

ক্যাডেট কলেজ সম্প্রতি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। যে কোন অভিভাবক তাঁর সন্তান ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম শ্রেণীতে উঠলেই তাকে ক্যাডেট কলেজে ভর্তি করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। প্রয়োজনীয় কোচিং, গৃহশিক্ষক কিংবা অর্থ খরচ করতে কোনরূপ অবহেলা দেখা যায় না। ফলশ্রুতিতে কতগুলো প্রি-ক্যাডেট কোচিং সেন্টার বেশ ফুলে-ফেঁপে উঠছে এ-ও লক্ষ্য করার বিষয়। ক্রিণ্ডার গার্টেন জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো "ক্যাডেট কলেজে ভর্তির প্রশিক্ষণ দেয়া হয়" সাইন বোর্ড লাগিয়ে বহুল পরিমাণে প্রচার কার্য চালাচ্ছে। নিশ্চয়ই ঐ সমস্ত কর্তৃপক্ষ অভিভাবক মহল থেকে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাচ্ছেন। কিন্তু কেন? গত কয়েক বছর ধরে ক্যাডেট কলেজে ভর্তির জন্য বিপুল পরিমাণে ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। এর মধ্যে অনেক অভিভাবকই আছেন, যাঁরা কেবলমাত্র ক্যাডেট কলেজসমূহের বাইরের চাকচিক্যটুকুতে মুগ্ধ হয়ে তাদের সন্তানকে সেখানে পাঠাতে চান। তাঁদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, সন্তানের বুদ্ধি বিবেচনা, মন-মানসিকতা, ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে তাকে ক্যাডেট কলেজে পাঠানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

শুধুমাত্র মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল কিংবা টিভি বিতর্কে চৌকস ক্যাডেটদের বুদ্ধিদীপ্ত বাচন ভংগীতে উদ্দীপ্ত হয়ে আপন সন্তানকে সেখানে পাঠানো খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আমার এই বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা না করে বিষয়টি নিয়ে একটু পর্যালোচনা করলেই সবার নিকট পরিষ্কার হবে। ক্যাডেট কলেজ এমন একটা জায়গা যেখানে ভর্তি হলে প্রায় ছয়টি বছর কাটিয়ে দিতে হয় প্রধানতঃ সহপাঠীদের নিয়ে। শিক্ষকমণ্ডলী ও সিনিয়র-জুনিয়রদের সাহচর্য পেলেও সে সহপাঠীদের সাথেই মূলতঃ বেড়ে উঠে। আপনার সন্তান যদি একেবারেই মিশুক না হয়, সামান্য পরিহাসেই যদি ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে তবে তার ক্যাডেট জীবন খুব একটা সুখের হবে না এ সহজেই অনুমেয়। সমবয়সী অনেকের মধ্যে কেউ সামান্য কারণে রেগে গেলে অন্য সকলে শুধু তাকে লক্ষ্য করেই আরো রাগাতে চেষ্টা করে। এটা একটা সার্বজনীন বালকসুলভ মনোবৃত্তি। এ রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতির জন্য কিন্তু আপনার সন্তানটিই দায়ী থাকবে। ব্যাপারটি অনেকে নিতান্ত স্থূল বলে উড়িয়ে দিলেও বারংবার একই ঘটনা ঘটার ফলে আপনার সন্তানের সুস্থ মানসিক বিকাশ অবশ্যই ব্যাহত হবে।

এই জাতীয় আরো অনেক উদাহরণ দেয়া যায়। ক্যাডেট কলেজগুলোতে লেখাপড়ার সময় নিতান্তই সীমিত ও নির্দিষ্ট। এই স্বল্প সময়টি যদি আপনার ফাঁকিবাজ সন্তান কাজে না লাগায়, তাহলে আপনার মনের গোপন ইচ্ছা অনুযায়ী কৃতিত্বপূর্ণ ফল প্রদর্শন করতে সে ব্যর্থ হবে।

সুতরাং আপনার সন্তানটি যদি অতিরিক্ত হোমসিক বা অর্থ-অপচয়কারী হয় তাহলে তাকে আপনার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে হিতে বিপরীতই করেছেন বলা যায়। ক্যাডেট কলেজগুলোতেও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ এমনকি অকৃতকার্য হয় এ-ও লক্ষ্য করা গেছে। যদিও তা খুবই কম। কে-জানে ভুল সিদ্ধান্তের জন্য হয়ত আপনার সন্তানও হতে পারে তাদের একজন।

আমার এ বক্তব্যে ক্যাডেট কলেজের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলীর অনেকে, ক্যাডেটদের প্রতি তাঁদের কর্তব্য নিষ্ঠার প্রতি আমার সন্দেহমূলক দৃষ্টি লক্ষ্য করে ক্ষুণ্ন হতে পারেন। তাঁদের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখে শুধু এটুকু বলছি, একেবারে আপন সন্তানের দৃষ্টিতে শিক্ষকগণ পিতামাতার ন্যায় তাদের সন্তানের পাশে নিশ্চয়ই থাকেন না।

অন্তত ৫-৬ জন (সাধারণত) সন্তানের প্রতি পিতামাতার মন-মানসিকতা আর ৩০০ জন ছেলের প্রতি ২৫-৩০ জন শিক্ষকের মন-মানসিকতা এক হতে পারে না কোনক্রমেই।

আমার এরূপ বিতর্কিত বক্তব্যের সারাংশ এই নয় যে সমস্ত ক্যাডেটরাই রীতিমত সুবোধ, আইনমান্যকারী ও চৌকস। আমি বলতে চাচ্ছি, উল্লেখিত দুর্বলতাসম্পন্ন (অবশ্যই মাত্রাতিরিক্ত) ছেলেরা ক্যাডেট কলেজ-এ গিয়ে পূর্ণ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে না। ক্যাডেট কলেজে ছেলেরা ভর্তি হয় এমন একটা সময়ে যখন তাদের মন মানসিকতা, চরিত্র, দৃষ্টিভংগি গঠন হতে শুরু করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তার সমবয়সীদের চালচলন তথা পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার নিকট বৈরী মনে হলে সে স্বাভাবিকভাবে দৈহিক ও মানসিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না, এটা নির্ভেজাল সত্য কথা। তাই বিজ্ঞ অভিভাবক মহলের প্রতি আহবান, আসুন আমরা আবার ভেবে দেখি আমাদের সন্তানের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশে ক্যাডেট কলেজ সহায়ক কি-না।

আহাম্মদ কামরুল আলম বুলবুল